দৈনিক বাংলা

0-013

তারিখ ... 11.1.85 ... ...
পৃষ্ঠা ... 5 .. কলাম .. 1 ... ...

স্কুলে ভর্তি সংকট

ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি সংকট বছর বছর তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। স্কুল, কলেজ, মেডিক্যাল, ইঞ্জিনীয়ারিং, বিশ্ববিদ্যালয়—সবখানেই এক কথা—ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই। যেখানে হাজার দু'হাজার ছাত্রছাত্রীর ভিড় জমে, সেখানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় বড়জোর শতজন। এ বছর ভর্তি সংকট আরও বেশি। গত ৯ই ও ১০ই জানুয়ারী রাজধানীর সরকারী-বেসরকারী স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা হয়েছে। ভর্তিচ্ছু ছেলেমেয়েদের বিপুল সংখ্যায় এবং বিভিন্ন স্কুলের সামনে অপেক্ষমান অভিভাবকদের উদ্বেগাকুল মুখে ভর্তি সংকটের ছবি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। এ যেন ভর্তি পরীক্ষা নয়, পুলছেরাত পার হওয়ার এক প্রাণান্ত প্রচেষ্টা।

ভর্তি সংকটের মূল কারণ, ছাত্রছাত্রীদের অনুপাতে স্কুলের সংখ্যাল্পতা। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বললে ভাল স্কুলের অভাব। প্রতি বছরই দেখা যায় যে, রাজধানীর গুটিকয়েক স্কুলেই ভর্তির জন্য ছাত্রছাত্রীদের বেশি ভিড়। এই স্কুলগুলিতে ভর্তি হতে না পারলে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, এমন একটা ভাব ফুটে ওঠে তাদের মা-বাবাদের কথাবার্তায় ও মরিয়া প্রচেষ্টায়। এই মনোভাবের একটা বোধগম্য কারণ আছে বৈকি। ভাল স্কুলে লেখাপড়া করলে পরীক্ষার ফল ভাল হয়। আর ভাল ফল ভাল কলেজে ভর্তি হওয়ার মোক্ষম অস্ত্র। সুতরাং ভর্তি সংকট সমাধান করতে হলে হয় ভাল স্কুলের সংখ্যা বাড়াতে হবে, নয়ত সব স্কুলে একই মানের লেখাপড়া হওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। একই মানের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করাই ভর্তি সমস্যা সমাধানের বাস্তব ও কার্যকর উপায় বলে আমরা মনে করি।

আমাদের দেশের আর দশটা বিষয়ের মত শিক্ষাক্ষেত্রও অগোছালো ও অপরিকল্পিত। এদেশে সরকারী ও বেসরকারী এই দুই ভাগে স্কুল-কলেজগুলি বিভক্ত। সাধারণভাবে সরকারী স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীর ভিড় বেশি। বহু বেসরকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজেদের ইচ্ছে মত স্কুল-কলেজ খুলেছে। কেউ কেউ কিন্ডারগার্টেন স্কুল চালাবার নামে লাভজনক ব্যবসা জুড়ে বসেছে। অবশ্য বেসরকারী খাতের কয়েকটি স্কুল কুলীন ও নামীদামী বলে খ্যাতি অর্জন করেছে। একটি সময়োপযোগী ও দেশোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে অন্তত স্কুলগুলি পরিচালনার দায়িত্ব যদি সরকার নেন, তাহলে স্কুলে-স্কুলে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার আয়োজন ও মানের বৈষম্য দূর হতে পারে। এটা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য কাজ নয়। সরকার ইতিমধ্যেই বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদের বেতনের প্রায় আশি শতাংশ বহন করছেন। স্কুল বাড়ি নির্মাণ ও মেরামত, আসবাবপত্র ও শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ, পোশাক বিতরণ ইত্যাদি খাতেও বিপুল অর্থ ব্যয় হচ্ছে। এরচেয়ে স্কুল শিক্ষার পুরো দায়িত্বই যদি সরকার গ্রহণ করেন, তাহলে সব স্কুলে মোটামুটি একই মান বজায় রাখা সম্ভব হবে। তার শুভ ফল এই হবে—সব ছেলেমেয়ে ভাল লেখাপড়ার সুযোগ পাবে এবং ভর্তি সংকট বহুলাংশে কমে যাবে। বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন—এই আমাদের প্রত্যাশা। এছাড়া বর্তমান পরিস্থিতিতে ভর্তি সংকট সমাধানের বিকল্প আর কিছু নেই।